Bangla

কারক ও বিভক্তি

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

**দ্বিতীয়া তৎপুরুষে কখনোই ৪র্থী বিভক্তি হবে না।
তেমনিভাবে সম্প্রদান তৎপুরুষে কখনোই ২য়া বিভক্তি হবে না।

বিভক্তি

২য়া বিভক্তি	কে/রে
৩য়া বিভক্তি	দ্বারা/দিয়া/কর্তৃক
৪র্থী বিভক্তি	(দীর্ঘকালে) কে/রে/নিমিত্তে (ধর্ম/ভক্তি/দান/নিমিত্ত)
৫মী বিভক্তি	হতে/থেকে/চেয়ে
৬ষ্ঠী বিভক্তি	র/এর
৭মী বিভক্তি	এ/য়/তে (স্থান/কাল)

ব্যাসবাক্য	সমাস
যে বিভক্তি থাকে সেটাই উল্লেখ হবে।	সমাসে বিভক্তি লোপ পেতে হয়।
কারক চিহ্ন	হস্ত লিখিত – হস্ত দ্বারা লিখিত
কাচের গ্লাস (কাচ দ্বারা তৈরি গ্লাস)	
এর	

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়
MPBIAN

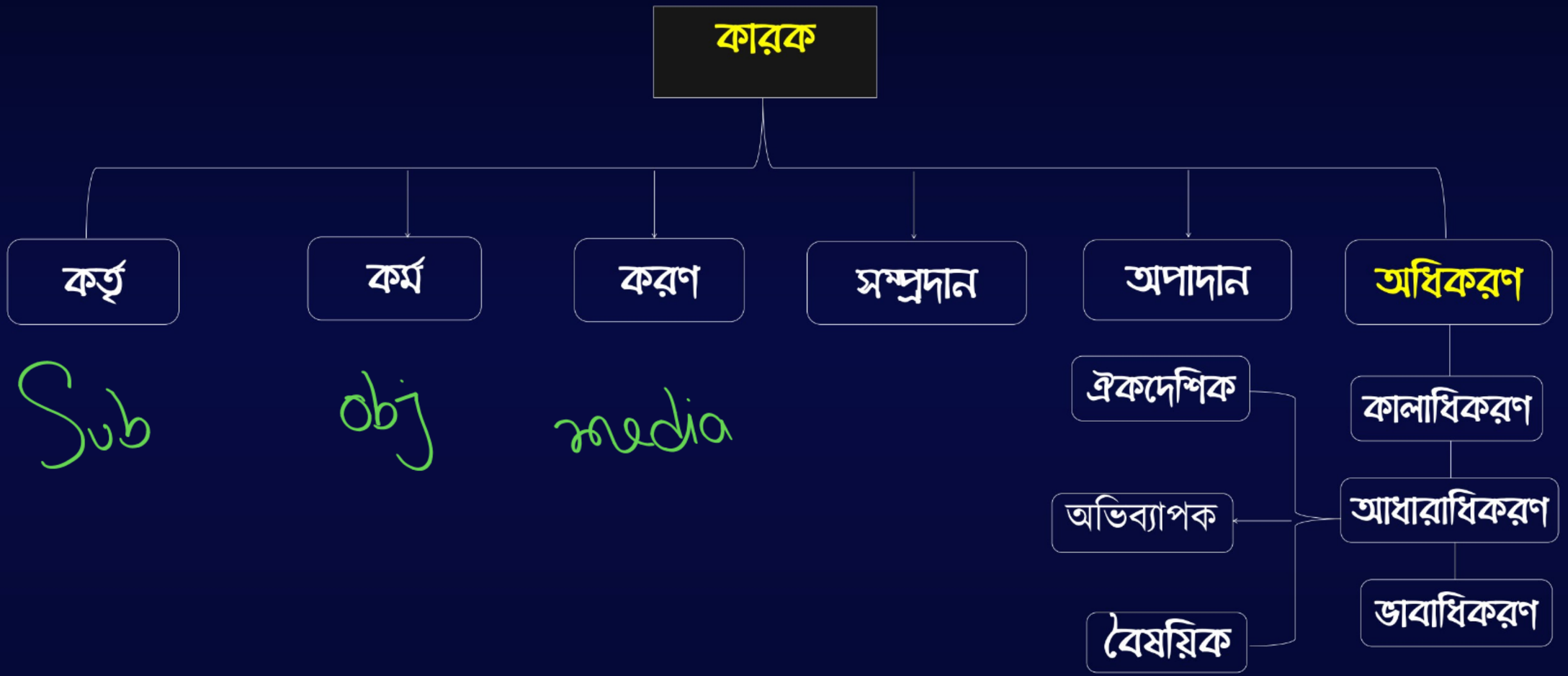

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

- কারক শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ : √কৃ + অক (যা ক্রিয়া সম্পাদন করে)।
- **বিভক্তি :** বাক্যস্থিত একটি পদের সাথে অন্য পদের মিল সাধনের জন্য শব্দের সাথে যে সকল বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয় তাকে বিভক্তি বলে।
- **কারক :** বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সাথে নামপদের সম্পর্ককেই কারক বলে। যেমন- ছেলেরা ক্রিকেট খেলে। এখানে কারা খেলে/ কী খেলে- দুটোই বিষয়ই ক্রিয়ার (খেলা) সাথে নাম পদকে সম্পৃক্ত করেছে।

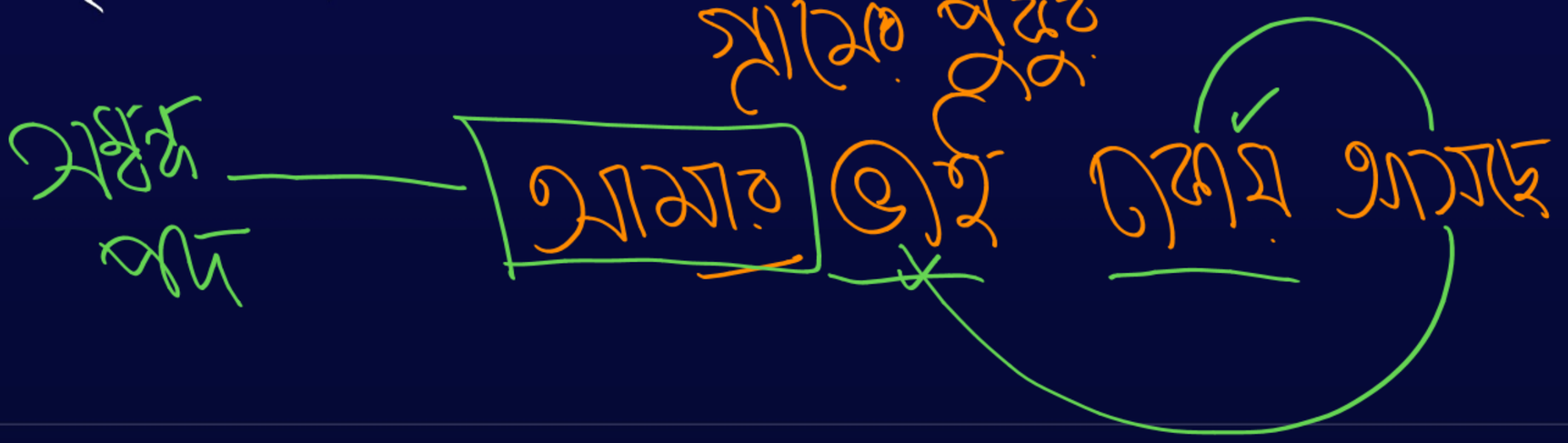

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

কারক নির্ণয়ের জন্য আবশ্যক

- কারক নির্ণয়ের জন্য প্রথমেই ক্রিয়াপদ নির্ণয় করতে হবে। ক্রিয়ার যার দ্বারা সম্পাদিত হবে, তাই কর্তৃকারক। এক্ষেত্রে কে/কী/কার/কাকে ইত্যাদি দিয়ে প্রশ্ন করা যেতে পারে। যেমন-
  কে দিয়ে : আমি ভাত খাই = এখানে খাওয়া কাজটি আমার দ্বারা হচ্ছে।
  কী দিয়ে : মশার কামড়ে রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে = এখানে বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রিয়া আর বাড়ছে রোগ।
  কার দিয়ে : আমার যাওয়া হল না (এখানে যাওয়ার কাজ আমার দ্বারা হচ্ছে।
  কাকে দিয়ে : আমাকে যেতে হবে। {প্রতিটি উদাহরণই কর্তৃকারক}
- ক্রিয়া যদি উহ্য থাকে (be verb) তবে সেই উহ্য ক্রিয়ার কর্তাই কর্তৃকারক। যেমন- আমার একটা নদী ছিল- এখানে নদী থাকার কথা বলা হচ্ছে তাই নদী কর্তৃকারক। আমার নাম রফিক- এখানে নাম কর্তৃকারক (সম্বন্ধ পদের পরবর্তী অংশ কারকের বিষয়)।
- ক্রিয়ার সাথে সম্পর্ক নির্দেশ করে কারক নির্ণয় করতে হবে। কেবল প্রশ্নবোধক শব্দ ব্যবহার করে যথার্থভাবে কারক নির্ণয় করা যাবে না।
- কারক নির্ণয়ে দক্ষ হতে বাক্যস্থিত প্রতিটি নামপদের সাথে ক্রিয়ার সম্পর্ক নির্ণয় করতে হবে।

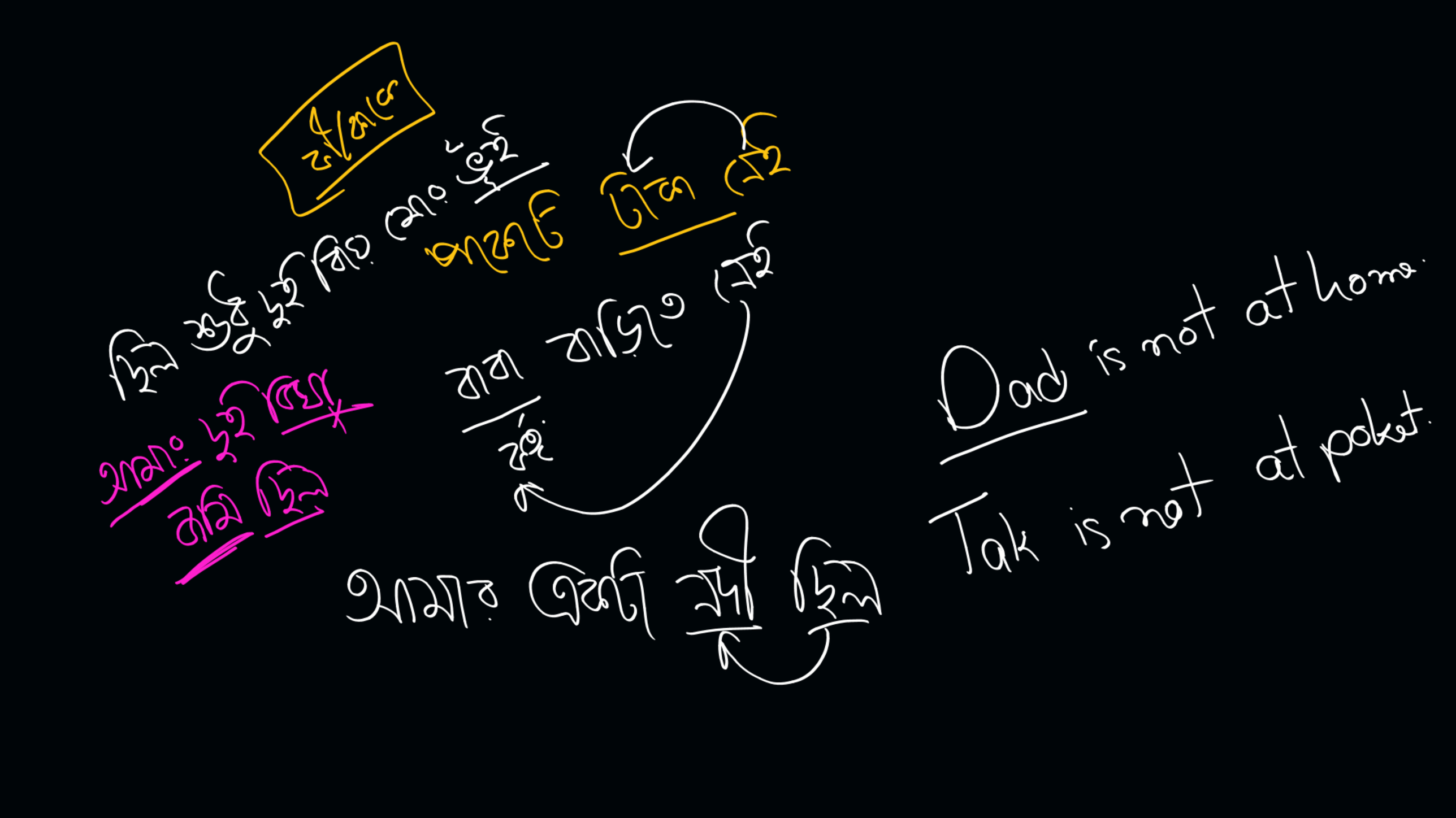

বর্তমানে

ছিল শুধু দুই বিঃ সেঃ তুমি

আমার টাকা নেই

বাবা বাড়িতে নেই

বঃ

আমার দুই মেয়ে

কাম ছিল

আমার একটা স্ত্রী ছিল

Dad is not at home.

Tak is not at poket.

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

- **কর্তৃকারক :** বাক্যস্থিত যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে কর্তৃকারক বলে। এক্ষেত্রে প্রথমেই ক্রিয়া নির্ণয় করতে হবে। তারপর ক্রিয়াপদ যার দ্বারা সম্পাদিত হবে বা যার সাথে সম্পৃক্ত থাকবে, তা-ই কর্তৃকারক। যেমন-

আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া (কর্তৃ) থরে থরে (করণ) শহরের পথে (অধিকরণ)।
পাখিসব (কর্তৃ) করে রব (কর্ম)।
শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই (কর্তৃ)।
টাকায় (কর্তৃ) টাকা (কর্ম) আনে।
টাকায় (করণ) কী (কর্তৃ) না হয়?
পাহাড়ের ঢাল বেয়ে জল (কর্তৃ) নামছে।
রফিককে (কর্তৃ) কাজটি (কর্ম) করতে হবে।
বনে (অধিকরণ) বাঘ (কর্তৃ) আছে।
ফুলের গন্ধে (করণ) ঘুম (কর্তৃ) আসে না, একলা (করণ) জেগে রই।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

- **কর্মকারক :** যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে কর্মকারক বলে। সাধারণত কী/কাকে/কর্মবাচ্য (object form)/ Passive voice দিয়ে প্রশ্ন করলে কর্মকারক হয়। তবে প্রথমে ক্রিয়া নির্ণয় করে তারপর সঠিক কারক নির্ণয় করতে হবে। যেমন-

  চিঠি (কর্ম) লিখেছে বউ (কর্তৃ) আমার ভাঙা ভাঙা হাতে (করণ)।
  রাখাল (কর্তৃ) গরুকে (কর্ম) ঘাস (কর্ম) খাওয়ায়।
  স্বপ্ন (কর্ম) দেখে চোখ (কর্তৃ)।
  শিকারি (কর্তৃ) বাঘ (কর্ম) শিকার করে।
  কান (কর্ম) টানলে মাথা (কর্তৃ) আসে।
  রাখাল শুধায় আসি ব্রাহ্মণের (কর্ম) কাছে।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

- **খেলার উপকরণ :** করণ কারক। যেমন- ছেলেরা তাস খেলে। মেয়েরা বল খেলে।
- **খেলার নাম :** কর্মকারক। যেমন- ছেলেরা ক্রিকেট খেলে। লোকেরা হকি খেলে।
  (তবে এমন বাক্য হয় যেখানে খেলার নাম ও উপকরণ একই মনে হয়, সেক্ষেত্রে করণ কারক উত্তর হবে। যেমন- ছেলেরা ফুটবল খেলে)

- **করণ কারক :** ক্রিয়া সম্পাদনের যন্ত্র, উপকরণ, উপাদান বা সহায়ককে করণ কারক বলে। সাধারণত কী দ্বারা/কীভাবে/কেন/কারণ/অসমাপিকা ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেলে তা করণ কারক হয়। যেমন-

  নীল আকাশের নিচে (অধিকরণ) আমি (কর্তৃ), রাস্তায় (করণ) চলেছি একা (করণ)।
  বিশ্বাসে (করণ) মিলায় বস্তু, তর্কে (করণ) বহুদূর।
  প্রচলিত আইনে (করণ) এর বিচার সম্ভব।
  বগুড়ার চিনিপাতা (করণ) দই খেতে সুস্বাদু। {চিনির মিশ্রণে তৈরি দই}
  ধন-ধান্য পুষ্প (করণ) ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।
  শিকারি বিড়াল (কর্ম) গোঁফে (করণ) চেনা যায়।

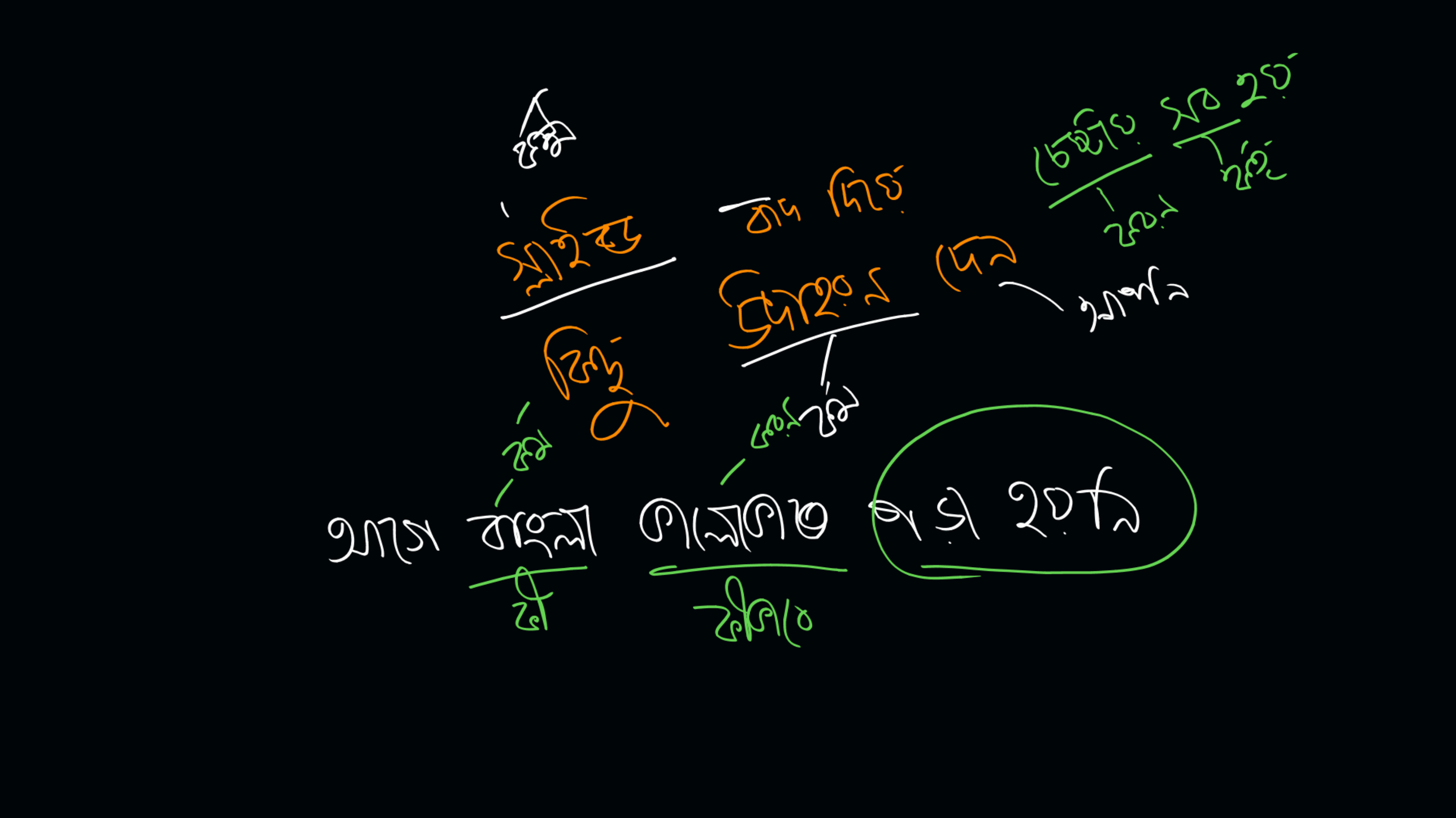

কর্তা

সাহিত্য বাদ দিয়ে

শিশু

উদাহরণ দেন — আপনি

চেষ্টায় সব হয়

করণ কর্তা

কর্ম

কেমন কর্ম

আগে বাংলা ভালোভাবে পড়া হত না

কী কীভাবে

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়
MPBIAN

- **সম্প্রদান কারক :** কোনো কিছুর স্বত্ব বা মালিকানা ত্যাগ করে কিছু করা হলে তাকে সম্প্রদান কারক বলে। সাধারণত ধর্মীয় কাজ, ভক্তি, নিঃস্বার্থ দান, অধিকার ও নিমিত্তে অর্থে সম্প্রদান কারক হয়। সম্প্রদান কারকে কখনোই দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় না। যেমন-

ধর্ম, ভক্তি, দান, উদ্দেশ

অন্ধজনে (সম্প্রদান) দেহ আলো (কর্ম)। {অন্ধজনকে আলো দাও}
বেলা (কর্তৃ) যে পড়ে এল, জলকে (সম্প্রদান) চলো। {বেলা শেষ হয়ে আসছে, জল আনার জন্য চল}
সৈন্যদল (কর্তৃ) যুদ্ধে (সম্প্রদান) যাচ্ছে।
সমিতিতে (সম্প্রদান) চাঁদা (কর্ম) দাও।
গুরুজনে (সম্প্রদান) কর নতি।
মানুষ (সম্প্রদান) ভজলে (ভক্তি) সোনার মানুষ হবি।
এবারের সংগ্রাম, মুক্তির (সম্প্রদান) সংগ্রাম।
আমাকে (সম্প্রদান) একটা উপদেশ দিন।
পলাতক দাসে (সম্প্রদান) দাও স্বাধীনতা (কর্ম)।
মূকে (সম্প্রদান) ভাষা দাও। (অধিকার, আদেশ, উপদেশ ইত্যাদি সম্প্রদান)
মুক্তির (সম্প্রদান) মন্দির সোপান তলে, কত প্রাণ হলো বলিদান।

যাকে দেওয়া
সে সম্প্রদান

সৎপাত্রে কন্যা দাও
সম্প্রদান　　কর্ম

যা দেওয়া হয়:
তা কর্মকারক

বিমান থেকে ত্রাণ
ফেলা হচ্ছে　কর্ম

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়
MPBIAN

- **অপাদান কারক :** কোনো কিছু থেকে জাত, গৃহীত, বিচ্যুত, বিরত, আরম্ভ, দূরীভূত, সময়ের উৎস, তুলনা, ভয়ের উৎস থাকলে তা অপাদান কারক হয়। যেমন-

দুধে (অপাদান) দই (কর্তৃ) হয়।
দুধে (অপাদান) ছানা হয়।
আমি কি ডরাই সখী ভিখারি (অপাদান) রাঘবে।
বাঘের (অপাদান) ভয়ে সে বনে (অধিকরণ) যায় না।
সুতায় (অপাদান) কাপড় হয়।
সব ঝিনুকে (অপাদান) মুক্তো (কর্ম) পাওয়া যায় না।
রফিক (কর্তৃ) করিমের চেয়ে (অপাদান) ভালো ক্রিকেট খেলে।
কত ধানে (অপাদান) কত চাল।
**অপাদানের শ্রেণি বিভাগ-

- **আধার/ স্থানবাচক :** স্বর্গ হতে শান্তি বর্ষিত হল।
- অবস্থাবাচক : তিনি বাড়ি থেকে ঢাকা এসেছেন।
- **কালবাচক :** পাঁচদিন থেকে জ্বরে ভুগছি। (সময়ের শুরু থেকে বুঝাচ্ছে)
- দূরত্ববাচক : ঢাকা থেকে অনেক দূরে।
- **তারতম্য বাচক :** করিমের চেয়ে রহিম ভালো খেলে।

স্রোতে বান আছে।
কর্তৃ

স্রোতে বান হয়। (কর্ম)
অপাদান

ব্যত্যয়ঃ

ছাদে পানি পড়ে
ছাদ থেকে - অপাদান

ছাদে বৃষ্টি পড়ে
অধিকরণ

হ্রদ থেকে (অপাদান) নদী (কর্ম) দেখা যায়।

ঐ দেখা যায় তালগাছ (কর্ম)

ঐ আমাদের গাঁ (কর্তৃ)

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়
MPBIAN

- **অধিকারণ কারক :** ক্রিয়া সম্পাদনের স্থান/কাল/বৈষয়িক দক্ষতা ইত্যাদি হলে অধিকরণ কারক হয়। যেমন-

  পাতায় পাতায় (অধিকরণ) পড়ে নিশির শিশির (কর্তৃ)।
  নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে (অধিকরণ) প্রগলভে (করণ) পশিল দম্ভী (কর্তৃ)।
  ঘোড়ায় (অধিকরণ) চড়িয়া মর্দ (কর্তৃ) হাঁটিয়া চলিল।
  খিলিপান (অধিকরণ) দিয়ে ওষুধ খাব। {খিলিপানের ভেতরে ওষুধ}
  মনে পড়ে বর্ষার সকালে পাঠশালা (অধিকরণ) আগমন।
  নদীতে (অধিকরণ) এখন জোয়ার (কর্তৃ) আসিবে।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

অধিকরণ

করণ কারকে ৭মী বিভক্তি যুক্ত হয়ে চিরস্থায়ী সত্য বুঝাবে

- কালাধিকরণ (time)
- আধারাধিকরণ (Place)
  - ঐকদেশিক
  - অভিব্যাপক
  - বৈষয়িক
- ভাবাধিকরণ

বৈষয়িক দক্ষতা ও অদক্ষতা

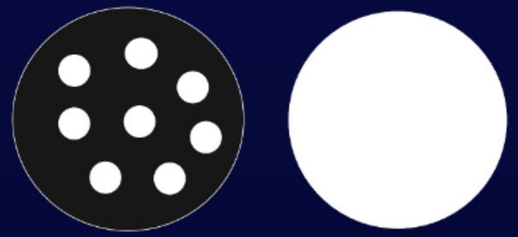

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়
MPBIAN

**অধিকরণ কারক তিন প্রকার। যথা-

ক. কালাধিকরণ : যে পদ দ্বারা সময় সংক্রান্ত অর্থ বুঝানো হয় তাকে কালাধিকরণ কারক বলে। যেমন- প্রভাতে সূর্য ওঠে। আমি তিনদিন না খেয়ে আছি।

খ. আধারাধিকরণ : আধার শব্দের অর্থ স্থান। যে পদ দ্বারা স্থান সংক্রান্ত অর্থ বুঝানো হয় তাকে আধারাধিকরণ বলে। আধারাধিকরণ তিন প্রকার। যথা-

১. ঐকদেশিক : কোনো স্থানের কিছু অংশ জুড়ে বস্তুর অবস্থান থাকলে তাকে ঐকদেশিক অধিকরণ বলে। যেমন- বনে বাঘ আছে (বনে সর্বত্র বাঘ থাকে না), পুকুরে মাছ আছে (পুরো পুকুর জুড়ে মাছ থাকে না)।
এছাড়া সামীপ্য অর্থেও অধিকরণ কারক হয়। যেমন- ঘাটে নৌকা বাধা আছে (ঘাটের সর্বত্র নৌকা বাধা থাকে না)। রাজার দুয়ারে হাতি আছে।

২. অভিব্যাপক : কোনো স্থানের পুরো অংশ জুড়ে বস্তুর অবস্থান থাকলে তাকে অভিব্যাপক অধিকরণ বলে। যেমন- নদীতে পানি আছে, তিলে তৈল আছে।

৩. বৈষয়িক : কোনো বিষয়ে দক্ষতা/ অদক্ষতা ইত্যাদি বুঝালে তা বৈষয়িক অধিকরণ। যেমন- ছেলেটি ব্যাকরণে কাঁচা। সাকিব ক্রিকেট খেলায় পারদর্শী।

গ. ভাবাধিকরণ : করণে ৭মী বিভক্তি হয়ে যদি চিরন্তন সত্য বুঝায় তবে তা ভাবাধিকরণ। যেমন- সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূর হয়। কান্নায় শোক দূর হয়।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়
MPBIAN

কর্তা চার প্রকার (কারকের সাথে সম্পৃক্ত নয়)

*মুখ্য কর্তা : যে নিজেই নিজের কাজ করে। যেমন- আমি ভাত খাই
*প্রযোজক কর্তা : যিনি অন্যকে পরিচালনা করে।
*প্রযোজ্য কর্তা : যিনি অন্যের দ্বারা পরিচালিত হন। যেমন- রাখাল (প্রযোজক কর্তা) গরুকে (প্রযোজ্য কর্তা) ঘাস খাওয়ায়।
*ব্যতিহার কর্তা : একই সাথে একাধিক কর্তা একই কাজ করে। বাঘে মহিষে এক ঘাটে জল খায়।

বাচ্য অনুসারে কর্তা তিন প্রকার। যথা–

ক. কর্মবাচ্যের কর্তা (কর্মবাচ্যের প্রাধান্য সুচক বাক্যে) : তোমাকে যেতে হবে।
খ. ভাব বাচ্যের কর্তা (ক্রিয়ার প্রাধান্য সূচক বাক্যে) : আমার যাওয়া হবে না।
গ. কর্ম-কর্তৃবাচ্যের কর্তা (বাক্যে কর্মপদীয় কর্তৃস্থানীয়) : বাঁশি বাজে। কলমটা লেখে ভালো।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

সম্বন্ধ পদের ব্যবহার	
অধিকার	রাজার রাজ্য, প্রজার জমি
কার্যকারণ	অগ্নির উত্তাপ, রোগের কষ্ট
ভগ্নাংশ	একের তিন, সাতের পাঁচ
গুণ	মধুর মিষ্টতা, নিমের তিক্ততা
ব্যাপ্তি	রোজার ছুটি, গ্রীষ্মের আকাশ
অংশ	হাতির দাঁত, মাথার চুল
আধার-আধেয়	বাটির দুধ, শিশির ওষুধ
উপমান-উপমেয়	ননীর পুতুল, লোহার শরীর
বিশেষণ	সুখের দিন, যৌবনের চাঞ্চল্য
জন্য-জনক	গাছের ফল, পুকুরের মাছ
হেতু	ধনের অহংকার, রূপের দেমাগ
নির্ধারণ	সবার সেরা, সবার ছোট
উপাদান	রূপার থালা, সোনার বাটি
ক্রম	পাঁচের পৃষ্ঠা, সাতের ঘর
ব্যবসায়	পাটের গুদাম, আদার ব্যাপারি
কৃতি সম্বন্ধ	নজরুলের অগ্নিবীণা
অভেদ সম্বন্ধ	জ্ঞানের আলো, দুঃখের দহন

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

অনুশীলন

কঠিনতম কিছু বাক্য থেকে কারক নির্ণয়	
ক্ষেতে ধান হয়। (অপাদান)	বিহগে ললিত গীতি শিখায়েছে (3^{rd} person) ভালোবেসে। (কর্তৃ)
ক্ষেতে ধান আছে। (অধিকরণ)	বিহগে ললিত গীতি শিখায়েছি (1^{st} person) ভালোবেসে। (কর্ম)
ট্রেন স্টেশন ছাড়ল। (অপাদান)	আমি তিনদিন খাচ্ছি না। (অধিকারণ)
ট্রেন স্টেশনে আসল। (অধিকরণ)	আমি গত তিনদিন খাচ্ছি না। (অপাদান)
গুজব ছড়িয়ে পড়ল। (কর্তৃ)	বিপদে সে উতলা হয়েছে। (অধিকরণ)
গুজব ছড়ানো হল। (কর্ম)	বিপদে মোরে রক্ষা কর। (অপাদান)
ছাদে পানি পড়ে। (অপাদান)	ছেলেরা ক্রিকেট খেলে। (কর্ম)
ছাদে বৃষ্টি পড়ে। (অধিকরণ)	ছেলেরা ক্রিকেট খেলায় ভালো। (বৈষয়িক অধিকরণ)
অর্থ অনর্থ ঘটায় (কর্তৃ)	ছেলেরা বল খেলে। (করণ)
অর্থে অনর্থ ঘটে (করণ)	বল খেলা কত ছেলে পেশা হিসেবে নিয়েছে। (কর্ম)
তিলে তৈল হয়। (অপাদান)	শুক্রবার থেকে স্কুল বন্ধ। (অপাদান)
তিলে তৈল আছে। (অধিকরণ)	প্রতি শুক্রবার স্কুল বন্ধ থাকে। (অধিকরণ)
কান টানলে মাথা আসে। (কর্ম)	দুটি পাকাফল লভিল ভূতল। (কর্ম)
কান টানলে মাথা আসে। (কারণ)	ঘোড়ায় (অধিকরণ) চড়িয়া মর্দ (কর্তৃ) হাঁটিয়া চলিল।

পাখি ভালোবেসে গান শিখিয়েছে,

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

অল্প শোকে (করণ) কাতর অধিক শোকে পাথর।
পেলে দুই বিঘে প্রস্থ ও দিঘে সমান হইবে টানা। (করণ)
তাম্বূল (পান) রাতুল হইল অধর পরশে (করণ) {পান ঠোটের ছোয়ায় রঙিন হল}
অঙ্গে (অধিকরণ) আঁচল সুনীল বরণ, রুনুঝুনু রবে (করণ) বাজে আভরণ। (কতৃ)
অধ্যয়নে (অপাদান) বিরত হতে নেই।
আজ (অধিকরণ) নগদ কাল বাকি।
আমারে (সম্প্রদান) তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা।
আমায় (সম্প্রদান) একটি আশ্রয় দিন।
আগুনে (করণ) সেঁক দাও।
আলো চাই, অন্ন চাই, চাই মুক্তবায়ু। (সম্প্রদান)
আচার ব্যবহারে ভদ্র-অভদ্র চেনা যায়। (ভাবাধিকরণ)
এর অধীনে (কর্ম) দায়িত্বভার অর্পণ করুন।
অভিমানে কিবা আজি ত্যাজিল (ত্যাগ করা) পরাণ। (কর্ম)
ত্যাজিল রাজ্য (কর্ম) মানবের মহা বেদনার ডাক শুনি। (করণ)
মশার কামড়ে (করণ) রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়
MPBIAN

একদা প্রভাতে (সময়) ভানুর প্রভাতে (করণ) (আলো) ফুটিলে কমলগুলি। (কর্তৃ)
এ দেখা যায় তালগাছ (কর্ম) ঐ আমাদের গাঁ
কত ধানে (অপাদান) কত চাল তা আমি জানি।
কাচের (কাচ দ্বারা তৈরি জিনিস) জিনিস অতি সহজে ভাঙে।
কোথাও (অধিকরণ) আমার (কর্তৃ) হারিয়ে যেতে নেই মানা।
কথায় (করণ) চিড়ে ভিজে না।
কাননে (অধিকরণ) কুসুমকলি (কর্তৃ) ফুটিয়া উঠিল।
খিলিপান দিয়ে (অধিকরণ) ঔষধ খাবে। (খিলিপানের ভেতরে ওষুধ রেখে খাওয়া)
গুরুজনে (সম্প্রদান) কর নতি।
ভাবিয়া (করণ) করিও কাজ, করিয়াও ভাবিও।
ট্রেন ঢাকা (অধিকরণ) পৌছল।
তাস খেলে (করণ) কত লোকের জীবন নষ্ট হয়েছে।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

দুধে (অপাদান) ছানা হয়।
দেশ (অপাদান) থেকে পঙ্গপাল (কর্তৃ) চলে যাচ্ছে।
পরাজয়ে (অপাদান) ডরে না বীর। (কর্তৃ)
হৃদয় (কর্তৃ) আমার নাচেরে আজিকে। (অধিকরণ)
সোজা পথে (করণ) চল না কেন?
এ পথে (অধিকরণ) অনেক বিপদ আছে।
লোকটি কানে (করণ) খাটো/ লোকটি জাতে মাতাল।
সর্বাঙ্গ (অধিকরণ) দংশিল মোরে (কর্ম) নাগ নাগবালা। (কর্তৃ)
এ পথ (কর্তৃ) যদি শেষ না হয়।
পিচঢালা (করণ) এই পথটাকে (কর্ম) ভালোবেসেছি। (আমি)
যদি করি বিষপান (কর্ম) তথাপি না যায় প্রাণ। (কর্তৃ)
বাপে (কর্তৃ) না জিজ্ঞাসে মায়ে (কর্তৃ) না সম্ভাষে।
বগুড়ার চিনিপাতা (করণ) দই (কর্ম) খেতে অনেক সুস্বাদু।
প্রচলিত আইনেই (করণ) এর শাস্তি বিধান সম্ভব।
বর্তমান আইনে (অধিকরণ) আমার বিশ্বাস নেই।
আমরা আইন (কর্ম) মানি না।
আয়ু যেন পদ্মপাতার নীর। (কর্ম)

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

খাচার ভেতর (অধিকরণ) অচিন পাখি। (কর্তৃ)
কী সাহসে (করণ) ওখানে গেলে।
করিলাম মন, শ্রীবৃন্দাবন (অপাদান) বারেক আসিব ঘুরি।
কাজের বেলায় (অধিকরণ) কাজী, কাজ (কর্তৃ) ফুরালে পাজি।
সব ঝিনুকে (অপাদান) মুক্তো (কর্ম) মিলে না। (হয়, মিলে)
পাগলা ঘোড়া (কর্তৃ) ক্ষেপেছে, চাবুক (কর্ম) ছুড়ে মেরেছে।
নিন্দুকেরে (কর্মে ২য়া) বাসি আমি সবচেয়ে ভালো।
নৌকাতে (করণ) নদী (কর্ম) পার হওয়া যায়।
প্রফুল্লকে (কর্ম) দস্যুতে (কর্তৃ) লইয়া গেছে।
প্রিয়জনে (সম্প্রদানে ৭মী) যে উপহার দিতে চাই তাই দেই দেবতারে। (সম্প্রদানে ৪র্থী)
সংশয়ে (করণ) সংকল্প সদা টলে, পাছে (অধিকরণ) লোকে (কর্তৃ) কিছু বলে।
সব সাধকের (অপাদান) বড় সাধক আমার দেশের চাষা।
সাগরের গভীরে (অধিকরণ) আছে এক বিচিত্র রাজ্য। (কর্তৃ)
গোলেমালে (করণ) যায় দিন (কর্তৃ)।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

Thank You